দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

দেশের ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

মঙ্গলবার দুপুরে তিনি কেরু অ্যান্ড কোম্পানির অতিথি ভবনে পৌঁছালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানটির ডিস্টিলারি ইউনিটসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানির জিএম (প্রশাসন) আল ফারুক ওমর শরিফ গালিব, জিএম (কারখানা) সুমন কুমার সাহাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানিকে দুর্নীতিমুক্ত কারখানা গড়া হবে

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ও বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টায় তিনি কেরুতে পৌঁছালে কর্মকর্তারা ফুল দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। পরে দর্শনা কেরুর ২ নম্বর অতিথি ভবনে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

হয়। কেরু চিনিকলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন সংসদ সদস্য রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, “কেরু কোম্পানি আমাদের সবার প্রতিষ্ঠান। কেরু চিনিকলের যে সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করবো। কেরু কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। জৈব সার উৎপাদন থেকে লাভ হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক।”

তিনি আরও বলেন, “আমি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর কেরু কর্মকর্তারা যেন নিরাপদ, সৎ ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারেন, সে জন্য কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কাজ করবো। কেরু ডিস্টিলারি থেকে ১৭০-১৯০ কোটি টাকা লাভের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এটি অর্জন করা গেলে কেরু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।”

কেরু চিনিকলের ছাই যেন পরিবেশ দূষণ না করে, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কেরু হাসপাতালে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসক সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার কথাও বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, জিএম (ডিস্টিলারি) রাজিবুল হাসান, এডিএম মির্জা গালিব ওমর আল ফারুকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আলোচনা শেষে সংসদ সদস্য রুহুল আমিন দর্শনা প্রেসক্লাবে যান। সেখানে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মো. আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবিদ হাসান রিফাত, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুনসহ অন্যরা।

পরে তিনি প্রেসক্লাবে কিছু সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য আড্ডা দিয়ে বড়বলদিয়া গ্রামে ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

দর্শনায় ৮৮তম আখ মাড়াই শুরু কেরু অ্যান্ড কোম্পানির

দেশের ঐতিহ্যবাহী বড় চিনিকল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ৬৩ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ৮৮তম আখ মাড়াই মৌসুমের কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার সময় চিনিকলের ক্যান ক্যারিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এর আগে মিলের ক্যান ক্যারিয়ার প্রাঙ্গণে চলতি আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. রেজাউল হক।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাব্বিক হাসান, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ মাড়াই দিবসে ৭২ হাজার ২৩৫ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৬৮৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭২ মাড়াই দিবসে ৭৬ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২৫৬ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন। মিল চালুর পর থেকে ৮৮টি মৌসুমেই লোকসান হয়েছে, ফলে মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ ৫১ হাজার ৩৪৫ টাকা। পরে ৮ জন আখচাষীর মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান।

প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মিল হাউজে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন

করে চিনিকলটিকে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এতে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়বে। তবে এলাকায় আখ চাষ ক্রমাগত কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছে দেশের এই ঐতিহ্যবাহী চিনিকলটি। চাষিদের দাবির প্রেক্ষিতে মৌসুমে আখের ক্রয়মূল্য বাড়িয়েছে সরকার। এবার প্রতিমণ (৪০ কেজি) আখের মূল্য ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও চিনির মূল্য বেড়েছে, তবে আশানুরূপ হারে আখের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি বলে অভিযোগ আখচাষীদের। তারা আখের মূল্য আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

চিনি আহরণের হার ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ ধরা হয়েছে। মিলটি দৈনিক ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করবে। ৭২ থেকে ৭৫ দিন মিল চালু থাকবে। মিলজোন এলাকায় এবার আখ রয়েছে ৫ হাজার ৫৬২ একর জমিতে। এর মধ্যে চিনিকলের নিজস্ব খামারে ১ হাজার ৬২৫ একর এবং চাষিদের ৩ হাজার ৯৩৭ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া। দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজ্জোহা আজাদী। অনুষ্ঠানে মিলের কর্মকর্তা ও আখচাষীরা উপস্থিত ছিলেন।